পত্র ও পুষ্প

মূল্য—৷৵০ আনা।

শ্রীউমাদাস গুপ্ত, এম, এ

প্রকাশক—
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, এম, এ
৬ নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১৩৪৬

মুদ্রাকর—শ্রীশিবপ্রসাদ নাগ, বি, এ
সংসারশ্রী প্রেস
১২এ গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা

কবিতাগুলির অধিকাংশ সাত আট বৎসরের পূর্ব্বে রচিত। ইহার অধিক কৈফিয়ৎ অনাবশ্যক।

গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

স্নেহের ভগিনী

স্বর্গতা

শ্রীমতী নারায়ণী দেবীর

স্মৃত্যর্থে

পত্র ও পুষ্প

(১)

আমার যে এক আছেন সমালোচক,
তারে সমঝে চলি বড়
যেমন খুসী কাব্য লিখব যদি,
আলোচনা সে করবে খর।
কাব্য যদি চপল
লঘু লিখি
সমালোচক ওঠেন
তাতে রুখি
সারপূর্ণ ভারপূর্ণ কার্য্য,
বিশ্লেষণে তাহার টেকা দায়;
আমার যে এক আছেন সমালোচক,
তাহার খুসী কাব্য লেখা দায়।

আমার যে এক আছেন সমালোচক
তারে সমঝে আমি চলি
মানুষটি তো নয়কো বড় সোজা
সে কথাটা খোলাখুলিই বলি।
উদীয়মান কবির প্রতি
মায়া
মনের কোণেও ফেলে না তার
ছায়া,
বড় হ'বার আগে কয়েক দিন
বড় হ'বার আশায় রব সুখে,
সমালোচক তাতে বড়ই নারাজ
এ কথাটা বল্‌ছি অনেক দুঃখে।

তাইতে এবার অনেক দিন ধরে
মনের দুয়ার ছিলাম বন্ধ করে
শপথ করে বলেছিলেম আর
এমন করে ফিরবো নাকো ঘুরে;
মনে যদি কিছু থাকে
ফুটে উঠুক
না থাকে যদি, আপদ
তবে ঘুচুক;
মনের মধ্যে সোয়াস্তি নাই দেখি
এমন ক'রে ঘুরে মরব কেন
আলোচনার বাণ নয়তো মিঠে
না খেলে সে চলবে নাকো যেন।

এ সব কথা ভাব্‌ছি যখন বসে
মনে মনে কর্‌ছি জল্পনা,
হঠাৎ শুনি মনের মাঝে কোথা
উঠছে যেন সুরের গুঞ্জনা
কাব্য ছাড়ব শপথটাও
দেখি
ছন্দে লিখছি, ঠিক
হ'চ্ছে সেকি ;
মনের মধ্যে কিসের সুর উঠে
একা একা বসিয়া রহি ঘরে
খুঁজে পাইনে কারণ কিছু তার
কিসের সুখে চিত্ত তবু ভ'রে।

যেদিক পানে দুচোখ মেলে চাই
মনটা আমার কেন আকুল করে
যারেই দেখি নূতন লাগে তায়
পুরাণো সে নূতন রূপ ধরে।
কাব্য আমি যতই
ছাড়তে চাই
কাব্য মোরে ছাড়ছে
নাকো হায়
ভাগ্যে আমার সুখ নেইকো দেখি
আলোচনা সইতে আমায় হ'বেই
হয়কো যদি যশের আনাগোনা
ঝাঁঝের কথা দুটো একটা স'বেই।

——•——

(২)

অনেক কথা লিখব ব'লে ভাবি
ভেবে চিন্তে আবার লিখিনা
নিজের অনেক ভয়-ভাবনা মাঝে
নিজের ত্রুটি ধরা পড়ে কিনা ;
যে ত্রুটিরে এখনও
ভয় করি
তারে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি
করি
মনে এমন সাহস দেখিনা
মনের মধ্যে আছে অনেক ত্রুটি
যাহার কথা কাব্যে লিখিনা।

যে সব ত্রুটি আছেন ভয়াবহ
সে সব কথা এড়িয়ে এখন যাবই
জানি তাদের শোধন কর্‌তে গিয়ে
মনে মনে অনেক দুঃখ পাবই ;
সে দুঃখ যদি সবার
সাথে বাঁটি
অপযশঃই গাইবে
সবে খাঁটি
তাহার কথায় লাভ তো দেখিনা
মনের মধ্যে আছে অনেক ত্রুটি
যাহার কথা কাব্যে লিখিনা।

(৩)

সেদিন কোথা পড়তেছিলেম
লিখেছেন এক কবি
জগৎমাঝে সুখ ক্ষণিকের
দুঃখ আর সবি।
কথাগুলো মিথ্যে
বড় নয়
একথাটা স্বীকার করতেই
হয়,
মতদ্বৈধী তাঁহার সাথে আমার একটুখানি,
আর মিল্‌ছে সবি।

লিখ্‌ছে কবি বাসর নিশি
একটি নিশির তরেই
শুধুই আসে বাকী জীবন
একঘেয়েমি ভ'রেই
বুঝলেম না কবি
চাহেন কি
প্রতিনিশাই বাসর জাগ্‌তে
ছি
রাত্রিশেষে অল্‌ রসীদের মত
প্রেয়সীরে নিত্য কোতল করেই।

আমি ভাবিতো একটি নিশি
বাসর ঘরের স্বাদ
করতে পারি সারা জীবন
তাই নিয়ে আহ্লাদ,
সুন্দরীরা সেদিন
এলেন যত
প্রতিদিনই আশা করা
কি সঙ্গত
তাঁহাদেরো আছেন প্রিয়জন
মিলন-আশায় তাদের সেধে বাদ।

কিংবা ধর প্রতিদিনই
তাঁরা আসেন যদি
সবার মুখে মধুর হাসি
ফুটবে নিরবধি,
মেজাজ তাঁদের নাইকো
রুক্ষ কারো
কথার যাঁরা ধার ধারেন না
কারো
হঠাৎ যদি বেঁকে বসেন কেহ
হঠাৎ কেহ রেগে ওঠেন যদি

অনেক ভেবে চিন্তে আমি
বুঝেছি এই খাঁটি
বিধির সৃষ্টি তার চেয়ে আর
হয়না পরিপাটী ;
কবি যতই কাব্যে
লিখুন
মনে ভেবে চিন্তে
দেখুন
বধূটিরে বুকে পাওয়ায় সুখ
বাসর ঘরের পাওয়া চাইতে খাঁটি।

কবি আরও লিখিয়াছেন
অনেক দুঃখ করে
মৃত্যু শুধু জীবনটারে
শীকার মনে করে
আছে কোথাও ওৎ পেতে
সে বসে
ঘাড়ের উপর পড়বে
কবে এসে,
কবির মনে নাইক একটু সুখ
সে কথাটা কেবল মনে পড়ে।

কথাগুলো মিথ্যে বড় নয়
দুঃখ হয়কো বটে
তবে যদি আরও একটু ভাব
দুঃখ লাঘব ঘটে
ভেবে যখন মিল্‌বে
নাকো পার
মরণ দাবী ছাড়্‌বে
আপনার
এমন কোন প্রত্যাশা নেই
ভাবার দুঃখ অধিক কেন ঘটে।

তাহা ছাড়া ওপারবাসী যারা
তারাই দলে ভারী
হ'বেন বোধ হয়; এ কথাটা কিন্তু
ভারী সান্ত্বনারি;
অঙ্ক কষে হিসাব
যদি কর
মরণ তবে আরও
সত্যতর
সংখ্যাধিক্যে সত্যি যদি হয়,
মরণ তবে সত্য হ'বে ভারি।

ওপারেতে নাইকো প্রিয়জন
এমন ক'জন আছে
অনেকেরই সাধ হয়কো মনে
যেতে তাদের কাছে
তাদের সাথে মিলন
যদি হয়
মরণ পারে গেলেই
সুনিশ্চয়
অনেক জনই যেতে চাইবে সেথা,
মৃত্যু-ভয় মিথ্যে তাদের কাছে।

অনেক ভেবে চিন্তে আমি
এই বুঝেছি সার
বিধির সৃষ্টি তার চেয়ে আর
হয়না চমৎকার।
কবি যতই কাব্যে
লিখুন
মনে ভেবে চিন্তে
দেখুন
সময় পূর্ণে বেঁচে থাকার চেয়ে
মঙ্গলময় মরণ বহুবার

(৪)

অনেক ভেবে চিন্তে আমি
এই বুঝেছি সার .
প্রেমের কথা বল যাহা
সেটা কল্পনার ;
যাহার কথা কাব্যে লেখে
ছন্দে গেঁথে কবি
সে প্রেম শুধু সত্যি
যেমন সত্যি ছায়া-ছবি।
সে প্রেম থাকে কাব্যে ভাল
সাজানো থরে থরে
প্রেমের কথা কাব্যে যেমন
তেমন নয়কো ঘরে।

প্রিয়া তোমার তিনিও মানুষ
মতও আছে তাঁর
তোমার সাথে না মেলে যদি
দোষ তাহাতে কার ?
তোমার মতটা তুমিও যদি
ছাড়তে নাহি পারো
ঝগড়া তাতে বাধতে পারে
বিনা দোষে কারো।
তোমার মতটা সত্য বলে
জানছ তুমি ঠিক
প্রিয়ার মতও তাঁহার কাছে
লাগছে না বেঠিক।

ইহা ছাড়াও ছোটখাট
ব্যাপার অনেক ঘটে.
কাব্যে যাহার খোঁজ পাবেনা
কিন্তু যাহা ঘটে :
ধর তোমার প্রাণ এখন
প্রেম করতে চায়
প্রিয়া হয়ত অন্যমনা
রাজী নয়কো তায় ;
এতেও বিরোধ বাধতে পারে
বাধাই স্বাভাবিক
না বাধলেই নূতন সেটা
হ'ত বাস্তবিক।

কিংবা ধর পুত্র তোমার
ক্ষিদেয় কাঁদছে ব'সে
গিন্নী হঠাৎ রেগে তারে
দিলেন চড় কসে,
দেখে শুনে তুমিও হঠাৎ
রেগে উঠতে পারো
চোখের উপর এমন বিচার
সহ্য হয় কারো !
অষ্ট প্রহর ছেলের ঝক্কি
কিন্তু সে সামলায়
দণ্ডখানেক করলে তুমি
হাঁপিয়ে উঠতে তায়।

হয়ত তুমি দিনের শেষে
বসে ঘরের কোণে
নিজের কৃতিত্ব ও সাফল্যের কথা
ভাবছ অন্য মনে,
মূর্ত্তিমতী প্রতিবাদের মত
হঠাৎ এলেন প্রিয়া,
তীব্রতম শ্লেষের সহিত
কহেন ঝঙ্কারিয়া,—
—এত ত্রুটি সংসারে, তাঁর
সামলানো আর দায়,
চক্ষুঃ মুদে ভাব তুমি
নেই. কোন' বালাই।

আপন মনে আপনারে কি
ভাল মানুষ জান
প্রিয়ার কাছে শুধিয়ে ভেঙ্গো
মিথ্যে অভিমান,
জান্‌বে তুমি অলস কত
স্বার্থপরও বটে,
কথায় তোমার ঠিক থাকেনা
এমন নিত্য ঘটে।
আরও তোমার কত ত্রুটি
প্রিয়ার কাছেই জেনো
শুনেই শুধু পার যদি পাও
ভাগ্য বলি মেনো।

অনেক দেখে ভেবে আমি
　　এই বুঝেছি সার
কাব্যে যাহার কথা লেখে
　　সেটা কল্পনার ;
সত্যি প্রেমে তাই বলে
　　কম সুখী কিন্তু নই
কাব্য থেকে সত্যি মধুর
　　সত্যি তাইতে কই।

জীবনে যা মেলে তাহা
　　কাব্য থেকে খাঁটি,
ফুলের চেয়ে ফলই ভালো
　　থাকুক তাতে আঁটি।

(৮)

চিত্ত আজ ঘুমায়, তারে
ব্যস্ত মিছে করা
নিদ্রা-কাতর বধূর মত
দেয় নাকো সে সাড়া,
মনের যেন কোনও কোণে
কথা নেইকো কিছু
যতই আজ ঘুরে মরি
মনের পিছু পিছু
আজকে তাহার ছুটির দিনে
রাজী নয়কো কাজে
তবু অনেক কাজ রয়েছে
বস্‌তে পারিনা যে।

অনেক বিষয় ভাবতে হ'বে
অনেক কাজ বাকী
অনেক জটিল সমস্যা যা
দেবার নয় কো ফাঁকি ;
নিজের ফাঁদে পা দিয়েছি
নিজের খাতে ডুবি
নিজের নায়ে আঘাত করে
'হচ্ছি ভরাডুবি ;
নিজের কাছে সান্ত্বনা নাই
শান্তি নাহি পাই
পরের কাছে কইবো কথা
মুখ রাখিনি হায়।

যা হ'য়েছে তাহার তরে
মিথ্যে এখন শোক
ভবিষ্যতের মুখেতে চাই
সফল তাহা হোক্ ;
যে পথ দিয়ে চল্‌তে হবে
সে পথ ক্ষুরধার
এদিক ওদিক একটুকুতেই
অসীম পারাবার।
এ পথে তবু চল্‌তে হ'বে
মরি কিংবা বাঁচি
হবার যাহা হউক তাতে
তৈরী হ'য়ে আছি।

হে প্রেয়সী, আমার দুঃখ
তুমিও স'বে হায়
আমার শুদ্ধি অগ্নিদাহ
তোমায় পরশায় ;
আমার ত্যাগে বাধ্য হ'য়ে
ত্যাগী হ'বে তুমি,
আমার সন্ন্যাসে হ'বে
তুমি সন্ন্যাসিনী ;
'আমার পাপের বোঝা, আমি
বইব তাহার ভার,
নিষ্পাপা নিষ্কলুষা তুমি
তাপ সইবে তার।

বিধি যেদিন বেঁধে দিলেন
তোমার আমার হাতে
মুচ্‌কি হাসি হেসেছিলেন
সবার অলক্ষ্য পাতে,
আগে মোদের ভুলিয়ে দিলেন
মধুর প্রেমধারে
দু'জনাতে মুগ্ধ করে
নিলেন দুই জনারে ;
মনের কোনে কোনে যখন
শক্ত হ'ল গাঁঠ
তখন সুরু হ'ল বিধির
রঙ্গ হাসি ঠাট।

তোমার আমার দোষ নেইকো
বিধি নিজেই দোষী
তোমায় আমায় দ্বিধায় ফেলে
হ'চ্ছে সে কি খুসী ;
তাহার খুসীর তরেই মোরা
করছি যেন নাট
তাহার খুসীর জন্যে ধরার
হাসিকান্নার হাট ;
তার নদীতে ভাসিয়াছি
তার নৌকোয় চলি,
হে প্রেয়সী, তোমায় আমায়
মিথ্যে বলাবলি।

(৬)

তার পরে তো অনেক দিন হ'ল
এখন আমায় বল নাগো প্রিয়া
অমন ক'রে লজ্জা পেতে কেন
দেখ্‌লে আমায় উঠ্‌তে চমকিয়া ;
ধরতে গেলে দুটি বাহুর ডোরে
চাইতে গেলে দুটি চোখের 'পরে
চক্ষুঃ দুটি নত করতে শুধু
অমন কেন উঠতে ব্যাকুলিয়া,
তারপরে তো অনেক দিন হ'ল
এখন আমায় বল নাগো প্রিয়া।

বাসতে আমায় ভাল তুমি জানি,
ক্ষুদ্র হিয়ার সকল প্রেম দিয়া
মুখে আমার চাইতে নাকো তবু,
চাইতে কভু চাইত নাকি হিয়া ;
এমনি করে গোপন থেকে থেকে
আপনারে রাখলে কেবল ঢেকে
খুল্‌তে গেলে ঘোমটা ভয়ে লাজে
কুঁড়ির মত উঠ্‌তে সঙ্কুচিয়া,
অমন ক'রে আড়াল করতে কেন
আপনারে রাখতে ঢাকিয়া।

প্রস্ফুটিত কমল-কলি সম
আজকে হিয়া ফুট্‌ল থরে থরে,
আজকে তোমার বাধা নাইকো কোথা
আজকে হিয়া আকুল গন্ধ ভ'রে ;
আজকে যত তোমার পানে চাই
মধুরিমার অন্ত নাহি পাই,
আজকে তোমার লজ্জা যাহা আছে
মধুরতা আরও মধুর করে,
আজকে তোমার যে বাধা-ভয় আছে
অকূল প্রেম ফুটিয়ে আরো ধরে।

(৭)

আজ সন্ধ্যায় পাশের বাড়ী
গল্প করে মেয়ে,
মিষ্টি তাহার হাসির সুর
আস্‌ছে বাতাস বেয়ে ;
সন্ধ্যা-আঁধার মধুর ক'রে
কথাটি তার ভাসে
স্নিগ্ধ তাহার রূপটি যেন
সেথায় পরকাশে ;
আজকে ভরা সাঁঝের বেলা
গল্প করে মেয়ে
মিষ্টি তাহার কথার সুর
আস্‌ছে বাতাস বেয়ে।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল
বিশ্ব সুখে ভরা
অমনি করে তাহার সাথে
হাস্‌ছে যেন ধরা,
তবু যেমন নদীর পাশে
বালুকা রাশি রহে
তেমনি তাহার হাসির মাঝে
কান্না যেন বহে,
আজকে শুনি পাশের বাড়ী
গল্প করে মেয়ে
মনে হ'ল বিশ্ব অমনি
চল্‌ছে গল্প বেয়ে।

ঐ বাড়ীতে অমনি করে
কত যে দিন হ'ল
কত মেয়ে মধুর হাসি
অম্‌নি হেসেছিল,
আজকে তারা কোথায় গেল.
কোথায় তাদের হাসি
আজকে কোথা মিশিয়ে গেল
তাদের স্মৃতি রাশি ;
গত বর্ষের ঝরা পাতা
মেলে কি তরুতলে
আজকে তাদের বৃথাই খোঁজা
স্মৃতি-অশ্রু-জলে।

আজকে মনে হ'ল যেমন
ওই মেয়েটি হাসে
দলে দলে এসে মানুষ
যাচ্ছে কোথা ভেসে,
একটি বারের আসা হেথায়
একটি বারের হাসি
সবাই তাই নিচ্ছে হেসে
মুছে অশ্রু রাশি,
তার পরেতে স্মৃতির পাতা
যাচ্ছে ঝরে পড়ে,
পাশের বাড়ী মেয়ের কথা
বাজছে মধুর স্বরে।

—•—

(৮)

জীবন, তোমার রৌদ্রের তলে
অনেক শিক্ষা লভেছি,
তোমার শতেক ধিক্কার গ্লানি
নীরবে সহিয়া গিয়েছি,
তোমার কঠোর নির্ম্মম বাণী
অগ্নি-শলাকা সম
তীব্র কঠিন নগ্ন স্বরূপে
পশিয়াছে বুকে মম;
সেই সুকঠিন শিক্ষার তরে
তোমারে বন্দিতেছি,
জীবন, তোমার রৌদ্রের তলে
অনেক শিক্ষা লভেছি।

সত্যেরে শুধু খুঁজিয়া ফিরেছি
নিজের জীবন মাঝে,
জীবন, তোমার পানেতে চাহিয়া
মরি আজ তার লাজে ;
জগতের মাঝে মিথ্যা ফিরিছে
সত্যের রাজবেশে
তাহার ছলনা ভাঙ্গিতে হইবে
সে কথা ভুলেছি আলসে ;
শুধু মোর মাঝে সত্যেরে খুঁজে
ফাঁকি দিয়া আমি ফিরেছি,
জীবন, তোমার দুয়ারে বসিয়া
সে ভুল আজিকে ভেঙ্গেছি।

আমার মাঝারে সত্য স্থাপনা
ভেবেছিনু বড় কাজ,
আজ বুঝিলাম, শুধু তাহে খুসী
নহ তো বিশ্বরাজ ;
আমার যেখানে প্রয়োজন শেষ
সেথা তব প্রয়োজন,
সবে সুরু হ'ল,—ছিল এতদিন
শুধু তার আয়োজন ;
জগতের মাঝে সত্য ফিরিছে
লজ্জিত দীন বেশে
মিথ্যা ফিরিছে রাজার ভূষণে
উদ্ধত হাসি হেসে।

মিথ্যা যুঝিছে সত্যের সাথে
পদে পদে জয়ী হয়,
সত্যের তরে যুঝিতে হইবে
ভুলিয়া মরণ ভয় ;
মিথ্যা আপন মহিমা প্রচার
নিলাজ কণ্ঠে করে
সেথায় সত্য কহিতে হইবে
শান্ত গভীর স্বরে ;
মিথ্যা হানিছে বিদ্রূপ-বাণী
অন্যায়কৃত সত্যে
সত্যের মাঝে তবুও জীবন
যাপিতে হইবে মহত্বে।

জীবন, তোমার কঠোর সত্যে
করি গো নমস্কার
মোহে, আলস্যে বারবার ভুলি
জাগাইছ বারবার ;
তব মন্দিরে সত্য প্রচার
চলিতেছে অহরহ
কাজের জগতে তব আহ্বান
বাজিছে কি দুঃসহ ;
তোমার বিরাট শিক্ষা ভুলিয়া
এতদিন দূরে ফিরেছি,
রৌদ্রবিছানো ভুবনে আজিকে
নূতন শিক্ষা লভেছি ।

(৯)

আমার রচিত শ্রেষ্ঠ গীতিকা,
তোমার যোগ্য হ'বে না,
তাই ওগো দেবি, আনিতে অর্ঘ্য
মনেতে ভরসা পাইনা ;
তোমার মধুর মুখেতে চাহিয়া
সরমে মরিয়া যাই,
তোমার মধুর হাস্য হেরিয়া
ভরসা নাহিক পাই ;
তোমার মধুর কণ্ঠ শুনিয়া
গাহিতে সাহস পাইনা
বন্দনা-গীতি রচিবারে যাই
আমিতো রচিতে পারি না।

মনের আবেগে তবু ভুলে যাই
আনমনে রচি গীতিকা,
যে পথ বহিয়া চলে যাবে তুমি
ফুলে সে সাজাই বীথিকা ;
লাজে ম্লান হয়, সরমে লুটায়
মধুর ফুল মহিমা,
তোমারে হেরিয়া সজ্জা আমার
ভুলে সকল গরিমা ;
তব বিরহের ক্ষণ গুলিরেই
সাজাই ভুলিয়া থাকিতে
তোমারে দেখিলে সেই প্রয়োজন
মিটে সে আপনি চকিতে।

(১০)

তোমার চিত্রে চুম্বন দিয়া
এবার ঘুম'তে যাই
চিত্র ছাড়িয়া শু'তে যেতে তবু
মনেতে বেদনা পাই ;
চোখের উপর হইতে তোমারে
আড়াল করিতে পারিনা
বুকের উপর হইতে দূরেতে
আছ যে হৃদয়াসীনা ;
চোখে চোখে রাখি চিত্র নিরখি
যেটুকু শান্তি পাই
সেই সুখ ছাড়ি ঘুমেতে পাসরি
থাকিতে নাহিক চাই।

তোমার চিত্রে চুম্বন দিয়া
এবার ঘুমতে যাই
ঘুমের মাঝারে স্বপনের সাজে
পুনঃ যেন দেখা পাই ;
ক্ষণিকের লাগি সত্যের বেশে
এসো গো হৃদয়ে এসো গো
আমার হৃদয়ে তোমার হিয়ার
পরশ দিয়ো গো দিয়ো গো ;
সে স্বপন ভাঙ্গি' প্রভাতে উঠিব
তবু ভালো যাহা পাই,
তোমার চিত্রে চুম্বন দিয়া
এবার ঘুমতে যাই।

(১১)

তোমার যোগ্য গীতিকা এখনো
রচিত হয়নি ভুবনে,
আমি যে সে গাথা রচিত পারিব
ভরসা পাইনে মনে ;
তুমি যে জীবনে জীবনে
কত বিচিত্র ভুবনে
আমার দয়িত হইয়া ফিরেছ,
বিশ্বাতিশায়ী রূপ-তরঙ্গে
আমার চিত্ত ভ'রেছ।

জগতে জগতে যত রূপ ছিল
যত প্রেম মনে মনে,
সব ব্যথা-ভার শোভা-সম্ভার
আজি গুমরিছে মনে ;
এখন স্মরিতে পারি না,
আছে যা চিত্তে বিলীনা,
কতবার বুকে লীন হ'লে তুমি
আবার বুকেতে পাইনা,
তোমার যোগ্য গীতিকা রচিব
এমন ভরসা পাইনা।

—০—

(১২)

জ্যোৎস্না-নিশীথে পূর্ণ চাঁদের
মুখ হ'তে মুখ শোভাময়ী,
সে কাহার প্রিয়া কহগো আমারে
কহ মোরে অয়ি লাজময়ি;
মোর স্তুতিবাণী বন্দনাগীতি
শুনিয়া
বারে বারে তুমি সরমে উঠেছ
রাঙ্গিয়া
কতবার কোপ করিয়াছ মোরে
ক্ষুব্ধ হ'য়েছ প্রেমময়ী,
পূর্ণচাঁদের জ্যোৎস্না হইতে
অয়ি লাবণ্য শোভাময়ী।

যে নয়ন দিয়া তোমারে হেরিনু
সে নয়ন চলে অবগাহি,
তোমার অকূল রূপ-সাগরে
কূল তার মেলে নাহি;
তোমার মুখের শোভার প্রভায়
ম্লান হ'ল কত শশীতারা
সহস্র চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
বন্দিয়া ফিরে দিশেহারা;
তুমি ক'র কোপ রূপের প্রভায়
ঝলসিয়া মোর আঁখিতারা
তোমার রূপের অকূল পাথারে
আমি যে পাইনে কিনারা।

(১৩)

আলস ভরে সখী শুয়ে থাকে
সকাল বেলাটিতে
যত আমি বলি, ওগো ওঠো,
সে কথাতে কান কে পাতে ;
সকাল বেলার স্নিগ্ধ বায়ু ভরে
ফুলের পাতা যেমন উড়ে পড়ে,
তেমনি প্রিয়ার বসন এলোমেলো,
ঘুমিয়ে থাকে সখী আলস ভরে ;
যত আমি বলি, ওঠো, ওঠো,
সে কথা বা কানেতে কে করে।

প্রিয়ার ঘুমটি গভীর যে খুব
মনে নাহি লয়
চুমিলে মুখ সে ঘুম কিন্তু
হঠাৎ গভীর হয় ;
যতই তারে করি জ্বালাতন
থাকে প্রিয়া ঘুমে অচেতন,
চুমিলে মুখ মুখটি কিন্তু
হঠাৎ মধুর হয়,
মধুমাখা মুখটি হঠাৎ
আরও মধুর হয়।

—০—

(১৪)

তোমার দুটি চোখের প'রে চেয়ে
চক্ষুঃ মোর সুধায় চলে বেয়ে,
তোমার অধর-অমৃত পান করি
অমৃতে মোর অধর গেল ছেয়ে ;
তোমার হিয়ার পরশ
লভি' প্রাণে.
ভরল জীবন অমৃতময়
গানে,
ছুটল আমার জীবন-স্রোতস্বিনী
মরণ পারের নিত্য সাগর পানে।

কত যে সুরে ভরল প্রাণের বাঁশি
কত যে দিকে আলোক ফুটে উঠে,
কত জটিল প্রশ্ন সহজ হ'ল
কত যে বোধ জীবনে ওঠে ফুটে ;
জীবন আমার কি আনন্দে ভ'রে
নিত্য নবীন জীবন তব বরে
ওগো আমার জীবন-দেবী এলে
অমৃতে ভরি থালিটি মোর তরে।

—o—

(১৫)

তোমার ও মধুর স্বরটি
কোথায় পেলে প্রিয়া,
কণ্ঠে তোমার কে ঢালিল সুধা
আমি পাইনে ভাবিয়া,
যত শুনি পরাণ ভরি উঠে
তৃপ্তি প্রাণে তবুও নাহি ফুটে,
জীবন ভ'রে তোমার বাণী যেন
শুন্‌তে আমি চাই
পরাণ ভ'রে কণ্ঠস্বর শুনে
তৃপ্তি নাহি পাই।

কতদিন যে কইলে ভালবাস
আমায় প্রাণভরে,
সে বাণী আজ ছাপিয়ে প্রাণ
ছড়াল দিগন্তরে,
সে বাণী আজ তারায় তারায়
তাহার মধুর কাঁপন লাগায়,
সে বাণী আজ বিশ্বমাঝে
শুনি যে প্রাণ ভ'রে,
সে বাণী সব মধুর সুস্বর
আজকে মধুর করে।

—০—

(১৬)

আশা জাগে নিত্য নব নব
কাহার সাথে হঠাৎ হ'বে দেখা
মনের মধ্যে উঠ্‌বে কি যে ফুটে
যা শিখিনি হঠাৎ হ'বে শেখা ;
হঠাৎ যেন মনের দ্বার খুলে
চোখের উপর পর্দ্দা যাবে খুলে,
হঠাৎ যেন কাহার পাব দেখা
মনের সাথে হ'বে পরিচয়
আমার মনের অন্তঃস্থলে কেবা
আছেন যিনি আমার হ'য়েও নয়।

সে বাধা মোর টুট্‌বে যখন তবে
বাধা আমার সকল যাবে সরে
মনের যত বাঁধন খুলে যাবে
অন্ধকার কাটিয়া যাবে দূরে ;
যারেই চাহি বুঝিতে তারে পাই
বলিতে চাহি তাহাতে বাধা নাই,
হঠাৎ আমি মুক্তি লাভ করি
বাধা বাঁধন কাটিয়ে হব পার
মনের মধ্যে আগল টুট্‌বে যবে
হিয়ার মধ্যে খুলুবে যখন দ্বার।

———০———

(১৭)

তোমার তরে হাজার গান গাই,
একটি গাথা গাইতে হ'বে মোরে
একটি সুখের সুর রচিতে হ'বে
যে সুখে মোর জীবন দিলে ভ'রে ;
সেই কথাটী বল্‌তে আমি চাই
বারে বারে তারেই খুঁজে বেড়াই
গানের শেষে তখন ভেবে দেখি
সে কথা মোর বলা তো হয় নাই।

যে সুখে মোর জীবন ভ'রে আছে
ছাপিয়ে গেল জীবন কূলে কূলে
কি যে সে সুখ ভেবে পাইনে মনে
যে সুখে মোর পরাণ উছলে ;
বুকের মাঝে যে নিয়েছে বাসা
তারে আমি বল্‌তে না পাই ভাষা,
সকল প্রাণ যে গান গায় মোর
সে গান গা'বার বৃথা হ'ল আশা।

(১৮)

খনে খনে হয়কো মনে
তোমায় আমায় মিল তো কোথাও নাই,
শুধু দু'জন ব'য়ে মরি ব্যর্থতার মাঝে
সম্পর্কের বালাই,
মনে হয়কো, সকল
করে ছিন্ন
হ'বো সুখী ঘুচিয়ে
সকল চিহ্ন
সাথে সাথে কেন আমার
প্রাণ ঘুচাতে চাই।

খনে খনে হয়কো মনে, তোমা ভিন্ন
গতি নেইকো মোর
তোমার ঠোঁটে যা পেয়েছি, তারি সুখে
জীবন হ'ল ভোর,
তোমা ভিন্ন অপর
কারো সাথে
বাঁধা যদি পড়তেম
গাঁটছড়াতে
ঠিক এমনি প্রণয় হ'ত কিনা
সন্দেহ হয় ঘোর,
খনে খনে হয়কো মনে, তোমার প্রেমে
হয়ে আছি ভোর।

(১৯)

কোন্ বরণে শোভে নারী ?
শ্যামল তার নাম,
কোন্ সে বয়স ? চতুর্দ্দশ
বর্ষ অভিরাম,
যে বয়সে নারী
নয়কো নারী
মর্য্যাদা তার হয়নি
তত ভারী,
সেই বয়সেই শোভে নারী
নয়ন অভিরাম।

শ্যামল তনু, বালা যখন
জল আন্‌তে যায়
তাহার শ্যামল মুখের পানে
অনিমিখেই চাই,
জলের ঝারি বহিয়া
আনি
ফেরে সে যেন বনের
রাণী
পথতরুর শোভার সাথে
রঙ্গ সে মিলে যায়।

অনেক দিন নারীর পানে
চাহিয়া দেখেছি
সবার চেয়ে শ্যামল রূপই
ভালোবেসেছি,
ধরার কোলে মিশিয়া
থাকে
কুটীর দ্বারে, ঘরের
ফাঁকে
শ্যামল বনের হারানো নিধি
তাহারে মেনেছি।

দুই চরণের চঞ্চলতা
থামিয়া যবে আসে,
যে বয়সে চোখেই শুধু
আভাস তার ভাসে,
যে বয়সে মুখ
তুলে সে চায়
দেখতে যারে চাহে
উৎসুকতায়,
যে বয়সে স্বপন ফোটে
প্রথম চিত্তাকাশে।

চতুর্দ্দশী খেলিয়া ফিরে
স্নিগ্ধবরণী
সোহাগে তারে ঘিরিয়া ধরে
সকল ধরণী,
নয়নে তার কি স্নেহ
আছে
বরণ কি যে মমতা
যাচে
আমার মন কাড়িয়া ফিরে
চিত্তহরণী।

(২০)

ওদের প্রাণে লাগল বুঝি দোল,
আজকে ওদের আনন্দেরি দোল,
হাসিরাশি উঠ্‌তেছে উচ্ছ্বসি,
উপহাসের উঠ্‌ছে কলরোল,
কিশোর গলায় উঠ্‌ছে পরিহাস
কিশোরীর তরুণ কণ্ঠে হাসি
কুলু কুলু নদীর স্রোতোধারা
বালুর তটে উঠ্‌ছে যেন ভাসি।

ওদের খেলায় যোগ দেব গো আমি,
ওদের খেলায় যোগ দিতে যে চাই,
আমায় কেন ডাক্‌ছে নাকো ওরা
ওদের বুঝি তেমন সময় নাই।

নূতন গলার মধুর হাসি রাশি,
নূতন মুখে সুখ হাসির ছটা,
নূতন চোখে বিপুল আয়োজন
ক্ষণে ক্ষণে ওঠে বিজুলী ঘটা,
নবীন তনুর মাঝে প্রাণের লীলা,
নবীন বুকে রক্ত উঠে ছাপি
নূতন প্রাণে বিকশে যৌবন
প্রাণ-সাগরে ঢেউয়ের ঝাঁপাঝাঁপি;
নূতন প্রাণে প্রেমের শিহরণ
প্রথম যখন বিকশে সুখরাশি,
নবীন প্রাণে প্রথম প্রেমলীলা,
দেখতে আমি বড়ই ভালোবাসি।

আজকে সাঁঝে পাগল হ'ল বায়ু
আজকে বায়ু ফেনিল হাসিস্রোতে
আজকে বায়ু মুখর হ'য়ে মাতে
পরিহাসের স্রোতের ওতপ্রোতে,
ছুটোছুটি কর্‌ছে যেন খেলা,
আজকে কারা লুকোচুরী খেলে,
আজকে যেন প্রিয়জনের লাগি
তরুণী তার আঁচলখানি মেলে,
আজকে প্রথম প্রেমিক প্রেমিকার
মিলন হ'ল বেড়ার আড়ালটিতে
আত্মহারা প্রেমিক বুঝি আজ
দিয়াছে চুমু প্রিয়ার ঠোঁটটিতে।

আজকে আমার প্রাণের মাঝে কোথা
খেলছে বুঝি তরুণ তরুণী
তরুণ তার প্রিয়ার লাগি ছুটে,
পালায় যেথা তাহার প্রণয়িণী,
পালায় তবু পড়িতে ধরা চায়
সুদৃঢ় প্রিয় বাহুবক্ষঃ তটে
চরণ ছুটে বসন উড়ে যায়,
আঁচলখানি ভূমির পরে লোটে,
বুকের মাঝে জাপটি ধরাধরি
সুদৃঢ়তর বাহুবন্ধ কার
ক্ষণিক আগে পালাল যেবা ছুটে
পড়িয়া ধরা এত আনন্দ তার।

(২১)

যে ঘরে মোর বিয়ে হ'ল সে
যেমন তেমন নয়,
পত্নীরে মোর শুধিয়ো না হয়
তাহার পরিচয় ;
সম্বন্ধীরা নয়কো
হেলা-ফেলা
করতে তাদের চাইব
অবহেলা
মতি গতি অবশ্য মোর
তেমন মোটেই নয়।

সম্বন্ধীদের বধূরা ফের
তাদের চাইতে বড়
শুনলে পরে বংশ তাদের
চক্ষুঃ করবে বড় ;
রুরে তাদের রূপের
পরিচয়
মানি মনে অসীম
বিস্ময়,
রূপে গুণে বধূরা সব
স্বামীর চাইতে বড়।

এমন ঘরে বিয়ের পরে
সুখে থাকতে চাই
মনের সুখে থাক্‌ব দু'দিন,
ভাগ্যে কিন্তু নাই ;
সম্বন্ধীরা বধূর সাথে
মিলে
করচে তৈরী যে সব
ছেলেপিলে
থাক্‌তে সুখে দিলে নাকো তারা
উপহাস্যতায়।

সেজে গুজে যখন আমি
তাদের বাড়ী যাই
মুচ্‌কে কেন হাসে মেয়েগুলি
ভাবিয়া নাহি পাই,
চুলগুলো মোর না হয়
ছোট ছাঁটা
ত্রুটি পূর্ণ
ধুতির ফ্যাসানটা,
তাতে এত হাসির কারণ কিবা
থাক্‌তে পারে ছাই।

তাদের ঘরে আছেন এক বধূ
দেখ্‌লে পরে মোরে
মুচ্‌কে হাসেন উপহাসের হাসি
মধুর অধর ভ'রে,
কহেন না তো আমার
সাথে কথা
শুধাব''যে হাসির
অনর্থটা
উপায় নাহি, তাইতে সকল
আছি সহ্য করে।

সেদিন এক চিত্ত-বিনোদিনী
হেসেই গড়াগড়ি,
কর্‌তেছিলাম পথের ধারে আমি
দরের কড়াকড়ি,
তাঁহার মোটর হঠাৎ
কোথা হ'তে
থাম্‌ল এসে আমার
সম্মুখেতে
ধরা পড়ে গেলেম যেন কোন
খারাপ কাজে ভারী।

বড় বংশে বিয়ে করার সুখ
অনেক আছে বটে
রূপসীদের সহিত পরিচয়
সৌভাগ্যেতে ঘটে,
রূপসীদের উপহাসের
হাসি
সেও ভাগ্য বলেই মনে
বাসি
সৌভাগ্যটা কিন্তু মোর মতে
অমিশ্র নয় মোটে।

(২২)

তোমায় আমায় যখন বিয়ে হ'ল
সে সব দিনের কথা
ভুলেও এখন মনে কি পড়ে সখি,
প্রাণে জাগায় ব্যথা ;
তখন তুমি নূতন
ছিলে কত
নূতন ধাঁধা লাগিত
চোখে শত
নিত্য তোমায় নূতন রূপে হেরি
জাগিত প্রাণে নিত্য নূতনতা।

তারপরে আজ অনেক দিন হ'ল
সে সুর গেছে কাটি
রঙ্গীন কত কল্পনার ফানুষ
হাওয়ায় গেছে ফাটি,
আজকে আর তো স্বপন
খুঁজিনাকো
সত্য তুমি কোন রূপেতে
থাকো
আজকে সেই হ'ল আমার
খোঁজার বিষয় খাঁটি।

কল্পনা সে গেল কাটি,
সত্য তাহার ঠাঁই
এল বটে, তবুও তাতে
লোকসান তো নেই ;
আমার এত আপনার
সে বধূ
তাহার এত হৃদয়ভরা
মধু,
স্বপ্নে থেকে এতদিন তো
স্বপ্নে ভাবি নাই।

যা হারাল তাহার তরে
নাইকো আমার শোক
অমৃত সাধনা এ মোর
সফল শুধু হোক,
ফুলের পাতা ঝরল বলে
যে কাঁদে
তাই দিয়ে সে ফলের ফসল
বাঁধে;
ফুল ফোটা মোর শেষ হ'য়েছে
এবার ফসল হোক্।

—•—

(২৩)

প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের কাজ
কিবা আর আছে,
কোমল শত মেলিয়া দল
সোহাগ শুধু যাচে,
তার কাজ কিছু নাই
বাকী
গন্ধ শুধু ছোটায়
থাকি থাকি,
আলোক-স্রোতে মেলিয়া গা'
হাওয়ার স্রোতে নাচে।

ওগো, কমল, ভাবনা তোমার
বল্‌বে কি গো মোরে
সহস্র দল মেলিয়া যখন
ফুট্‌লে তুমি ভোরে,
পুলক কি গো লাগে
তোমার গায়
সবাই যখন অবাক
হ'য়ে চায়,
তোমার গায়ের ওড়না যখন
হাওয়ার ভরে ওড়ে।

হে পূর্ণযৌবনা নারী
কাজ কি তব আছে,
ও ভরা যৌবন শুধু
সবার স্নেহ যাচে,
তোমার রূপের ভরা
ডালি
চমক্ সবার লাগায়
খালি,
উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয়ী পায়ে
জীবন তার সাঁচে।

হে রূপসী, বলবে মোরে
ভাবনা তোমার কি
জানিতে যে আমি আমার
নিদ্রা ছাড়িয়াছি,
সবারে অবাক করে
কি ভাব
তাহার কিনারা কভু
কি পাব
নিজের সৌন্দর্য্য ভাবি
ভাবনা তোমার কি!

—০—

(২৪)

শিশু যেমন হাট্‌তে শিখে চলে
তেমনি করে চল্‌ছি ধীরে ধীরে
বাধা বিপদ আস্‌ছে পায়ে পায়ে
দ্বিধায় চরণ জড়ায় বারেবারে ;
পথে আমার কত প্রলোভন
বারেবারে করলে অন্যমন
এখন কি হয়নি মনস্থির
এখনও পা জড়িয়ে কেন ধরে।

উৎসাহ বা আশার মধুবাণী
কেহ কভু শোনায় নি ক' মোরে
হেসে মুখে চায়নি আমার কেহ
মিষ্ট কথা কয়নি মধুর স্বরে,
নিজের দোষে সব হারানু জানি
আমার'তরে ছিল মিষ্ট বাণী,
মধুর হাসি আমার তরে ছিল
মিষ্ট প্রেমে হৃদয় ছিল ভ'রে।

—০—

(২৫)

সমালোচক বল্লে আমায় হেসে
লিখেছ যা মন্দ হয়নি, ভালো,—
তবু যদি আরও ভাল হ'ত
এর চেয়ে সে হ'ত আরো ভালো।

পঞ্চাশেক পাতার মধ্যে ছাপা
তোমার লেখা কবিতাগুলি দেখি,
বাদ খানিকটে দিলেও ভাল হ'তো,
ভাল কথা শুন্‌বে কিন্তু সেকি ?

গোড়ার থেকে খান সতেরো পাতা
মাঝের থেকে তেরোর বেশী নয়
শেষের দিকে পাতা খানেক কুড়ি
বাদ দিলে সে খুবই ভালো হয়।

ভাষাটাও নূতন নূতন ঠেকে
ভাবগুলো সব লাগছে বেয়াড়া
লেখা যদি ভালো কর্‌তে চাও
বদ্‌লে ফেলো দু'য়ের চেহারা।

মোটের উপর নিজের যাহা কিছু
বদ্‌লে সে সব আস্‌তে যদি পারো
তবে তোমার লেখা ভালোই হ'বে
নচেৎ লেখা ছাড়াই ভালো আরো।

—০—